Best Success Story

উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা জেলাঃ খুলনা

ঝড়ভাঙ্গা মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নের মোহাম্মদনগর ব্লকের ঝড়ভাঙ্গা গ্রামে NATP -2 এর আওতায় ঝড়ভাঙ্গা মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কৃষানী কাকলী গোলদারকে খরিপ-১/২০১৭ মৌসুমেএকটিভার্মি কম্পোষ্টউৎপাদনএবংমাটিরউত্তম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন করান সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জীবানন্দ রায়। NATP -2 এর আওতায় এটাই প্রথম ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয় এ সিআইজিতে,তারপর উদ্বুদ্ধ করে এক এক করে সিআইজি সকল সদস্যদেও বাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট স্থাপন করা হয়। সিআইজি সদস্যেদের ভার্মি সার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিপনন দেখে পুরো ঝড়ভাঙ্গা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন ফলে পরিনত হয় " ঝড়ভাঙ্গা ভার্মি ভিলেজ" নামে। পরবর্তিতে এ গ্রামের ৮১টি পরিবারসহ আশেপাশের গ্রাম ও উপজেলায় মোট ১০৮৮ টি ভার্মি কম্পোস্ট স্থাপন হয়। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়,নিরাপদ জৈব কৃষি সম্প্রসারণ,রাসায়ানিক সারের উপর চাপ কমানো, কৃষিতে নারী সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভার্মি সারের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিপননের বিকল্প কিছু নাই। উক্ত সিআইজি সদস্যরা তাদের নিজস্ব প্রায় ২৫ একর জমির আলু, মুগডাল, উচ্ছে,মিষ্টিকুমড়া,ওল, বোরো ও অন্যান্য ফসলের জমিতে ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত ভার্মি সার গত ০৫/০৩/১৯ ইং তারিখে অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা মহোদয় এর উপস্থিতিতে একদিনে ২৬ মণ ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রয় করেন যার অধিকাংশ খুলনা শহরের ছাদ কৃষিতে ব্যবহার হচ্ছে। উক্ত সিআইজি এ পর্যন্ত ২,২৯৮৯৫/- টাকার (৩০৭মন ও ৪৪ কেজি কেঁচো) সার ও কেঁচো বিক্রয় করেছেন। বর্তমানে এই সিআইজির সদস্য কাকলী,দেবী, লিপিকা,অর্পনা ও মিঠু এই ০৫টি পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস্য ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি। ঝড়ভাঙ্গা মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিমিটেড ২০১৪ সালে নিবন্ধন হয় যার নিবন্ধননং ১৬/বি। প্রথম দিকে মাসিক ৫০ টাকা এবং পরবর্তিতে ১০০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা রেখে এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করে এখন তাদের মোট মুলধন ৪,৮০,০০০/-(চার লক্ষ আশি হাজার টাকা)।এছাড়া এ সিআইজি প্রতি বছর রাস্তার পাশে তালবীজ রোপন, সজিনা ডাল রোপন, ফলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার,মেহগনি নির্যাসের ব্যবহার, পাখির বাসা তৈরি, চুইঝালের চাষ, ডিজিটাল কৃষি অ্যাপস এর ব্যবহার এবং আবহাওয়ার অগ্রিম তথ্য ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অত্র সিআইজিটি এই অর্থ বছরে এআই এফ-২ এর আওতায় ০৩টি পাওয়ার টিলার,০২ টি পাওয়ার পাম্প ও ০২টি পাওয়ার থ্রেসার পেয়েছে। যা চলতি রোপা আমন মৌসুমে ভাড়া থেকে প্রায় ৪৫০০০/-(পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকার সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষি জৈব কৃষিরদিকে এগিয়ে চলেছে যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এখন ঝড়ভাঙ্গা মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে রোল মডেল।

Best Success Story

উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা জেলাঃ খুলনা

চক্রাখালী মল্লিকের মোড় সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নের জলমা ব্লকের চক্রাখালী গ্রামে NATP -2 এর আওতায় চক্রাখালী মল্লিকের মোড় সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড এআইএফ-২ এর আওতায় ২,৯৮৭০০/ (দুই লক্ষ আটা নব্বই হাজার সাতশত) টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছেন। চলতি রোপা আমন মৌসুমে নিজের জমি চাষাবাদসহ ভাড়া থেকে প্রায় ৪৮৫০০/-(আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয়ের অর্থ সিআইজির মুলধন হিসাবে ব্যবসায়িক কাজ ও ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে সদস্যদের পারিবারিকভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি সহ সিআইজির সদস্যরা কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। চক্রাখালী মল্লিকের মোড় সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড ২০১৪ সালে নিবন্ধন হয় যার নিবন্ধননং ৫৬/বি। প্রথম দিকে মাসিক ২০ টাকা এবং পরবর্তিতে ১০০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা রেখে এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করে এখন তাদের মোট মুলধন ৪,৫০,০০০/-(চার লক্ষ পঞ্চাশহাজার টাকা) এছাড়া এ সিআইজি প্রতি বছর রাস্তার পাশে তালবীজ রোপন, সজিনা ডাল রোপন, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সিআইজিটি সাবলম্বী হয়েছে।

Best Success Story

উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা জেলাঃ খুলনা

রাজবাঁধ সিআইজি মহিলা ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নের রাজবাঁধ ব্লকের রাজবাঁধ গ্রামে NATP -2 এর আওতায় রাজবাঁধ সিআইজি মহিলা ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড এআইএফ-২ এর আওতায় ২,৯৮৭০০/ (দুই লক্ষ আটা নব্বই হাজার সাতশত) টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছেন। চলতি রোপা আমন মৌসুমে নিজের জমি চাষাবাদসহ ভাড়া থেকে প্রায় ৪২৬০০/-(বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয়ের অর্থ সিআইজির মুলধন হিসাবে ব্যবসায়িক কাজ ও ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে সদস্যদের পারিবারিকভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি সহ সিআইজির সদস্যরা কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। এছাড়া এ সিআইজির ০৫ জন সদস্য ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন শুরু করেছেন। রাজবাঁধ সিআইজি মহিলা ফসল সমবায় সমিতি লিমিটেড ২০১৪ সালে নিবন্ধন হয় যার নিবন্ধননং ২৬/বি। প্রথম দিকে মাসিক ২০ টাকা এবং পরবর্তিতে ১০০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা রেখে এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার করে এখন তাদের মোট মুলধন ৪,২৬,০০০/-(চার লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা) এছাড়া এ সিআইজি প্রতি বছর রাস্তার পাশে তালবীজ রোপন, সজিনা ডাল রোপন, ফলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সিআইজিটি সাবলম্বী হয়েছে।